মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

১০ই জানুয়ারি ২০২০
বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস
ও
মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা

শতবর্ষের প্রতীক্ষা

Waiting for the Centenary

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন
জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি
National Implementation Committee for the Celebration of the Birth Centenary
of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস
Homecoming Day of Bangabandhu

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২
10 January 1972

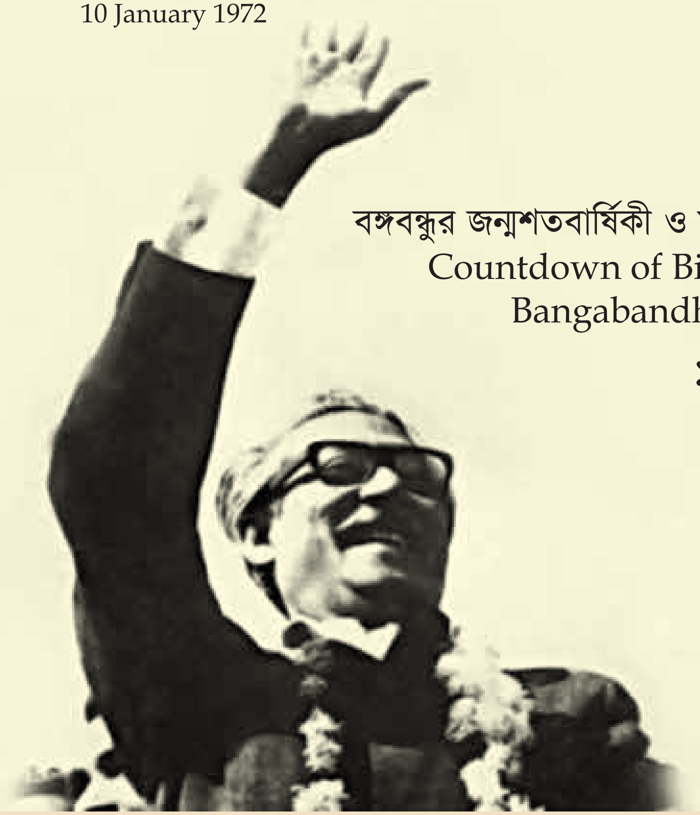

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা
Countdown of Birth Centenary of Bangabandhu & Mujib Year

১০ই জানুয়ারি ২০২০
10 January 2020

শতবর্ষের প্রতীক্ষা
Waiting for the Centenary

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি
National Implementation Committee for the Celebration of the Birth Centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

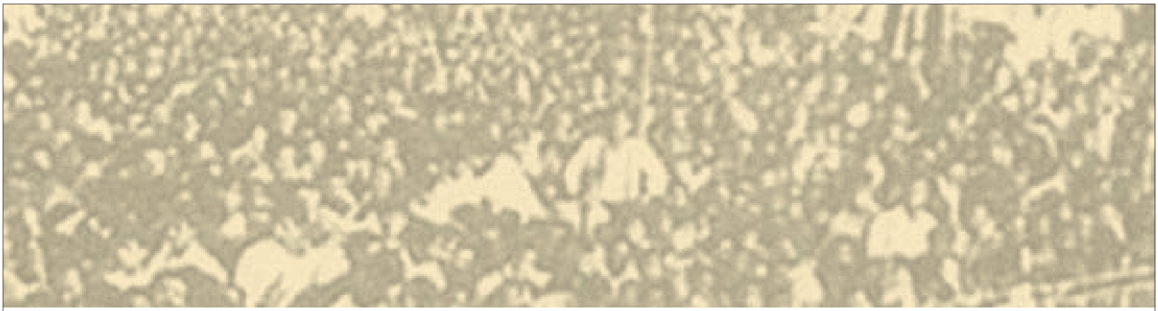

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও
মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা
১০ই জানুয়ারি ২০২০
২৬শে পৌষ ১৪২৬

প্রধান সম্পাদক
ড. রফিকুল ইসলাম, জাতীয় অধ্যাপক
সভাপতি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি

সম্পাদক
ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
প্রধান সমন্বয়ক
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি

প্রকাশনায়
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (৫ম তলা)
শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি
১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন : +৮৮-০২-৫৫৩০৩২০
e-mail : info@mujib100.gov.bd
www.mujib100.gov.bd

গ্রন্থ নকশা
তারিক সুজাত

মুদ্রণ
ওয়ান স্টপ প্রিন্টশপ
হ্যাপি হোম্‌স, ২২/এ/৫/১, কুনিপাড়া
তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা ১২০৮
ফোন : ৮৮৭৮৪৪৯

Countdown of Birth Centenary of
Bangabandhu & Mujib Year
10 January 2020
26 Poush 1426

Chief Editor
Dr. Rafiqul Islam, National Professor
Chairman
National Implementation Committee for the Celebration
of the Birth Centenary of the Father of the Nation
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

Editor
Dr Kamal Abdul Naser Chowdhury
Chief Coordinator
National Implementation Committee for the Celebration
of the Birth Centenary of the Father of the Nation
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

Publication
National Implementation Committee for the Celebration
of the Birth Centenary of the Father of the Nation
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman
International Mother Language Institute (4th Floor)
Shahid Captain Mansur Ali Sarani
1/Ka, Segunbagicha, Dhaka 1000
Phone : +88-02-5530320
e-mail : info@mujib100.gov.bd
www.mujib100.gov.bd

Book Design
Tarik Sujat

Printed by
One Stop Printshop
22/A/5/1, Happy Homes, Kunipara
Tejgaon, Dhaka 1208
Phone : 8878449

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বঙ্গভবন, ঢাকা

২৬শে পৌষ ১৪২৬
১০ই জানুয়ারি ২০২০

বাণী

১০ই জানুয়ারি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। দীর্ঘ ৯ মাস ১৪ দিন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দিজীবন শেষে ১৯৭২ সালের এই দিনে জাতির পিতা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই এ বিজয় পূর্ণতা লাভ করে। এ বছর জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হবে। এ প্রেক্ষাপটে ১০ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কর্মসূচি উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসী ও প্রবাসে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ শুভক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ দেশের আপামর জনসাধারণ মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দিক-নির্দেশনায় দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা। তাই তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন আমাদের জাতীয় জীবনে এক গৌরবময় অধ্যায়। জন্মশতবার্ষিকীর মাহেন্দ্রক্ষণকে স্মরণীয় রাখতে ও ২০২১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যথাযথভাবে উদ্‌যাপনে এগিয়ে আসতে আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বছরজুড়ে দেশ-বিদেশে সাড়ম্বরে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ১৭ই মার্চ ২০২০ হতে ১৭ই মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময়কে 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর

প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানানোর এই ঐতিহাসিক উপলক্ষ্য সমগ্র জাতির জন্য এক অভাবনীয় সুযোগ। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপনের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আরও বেশি জানতে পারবে এবং তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে অবদান রাখবে– এই প্রত্যাশা করি।

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

রাষ্ট্রপতি

PRESIDENT

PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

BANGABHABAN, DHAKA

26 Poush 1426
10 January 2020

Message

10 January marks the Homecoming Day of our undisputed leader and architect of our independence Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On this day in 1972, Father of the Nation returned to independent and sovereign Bangladesh after 9 months and 14 days of imprisonment in Pakistan. Though we achieved ultimate victory on 16 December in 1971 through armed struggle but the true essence of victory came into being upon returning home of the Father of the Nation. This year birth centenary of the Father of the Nation will be observed throughout the country with due respect. The countdown of the birth centenary of the Father of the Nation from January 10, 2020 bears great significance in this context.

On the occasion of countdown of the celebration of birth centenary of founder of our independence Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman I extend my heartfelt thanks and best wishes to my fellow countrymen and all the Bangladeshis living abroad. At this auspicious moment I remember with profound respect and gratitude to the greatest Bengalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at whose call the people from all rank and file joined liberation war. We got independence through nine months long bloody war which was

fought under the able leadership and direction of Bangabandhu. The celebration of his birth centenary is a glorious event in our national life. I urge the countrymen to come forward to commemorate the birth centenary and the golden jubilee celebrations of our great independence in 2021.

With a view to celebrate the birth centenary throughout the year in home and abroad, the Government has declared March 17, 2020 to March 17, 2021 as 'Mujib Year'. This is an extraordinary opportunity for the nation to pay deep respect and gratitude to Bangabandhu. I believe that through the celebration of Mujib Year, the young generation will be able to know the life and works of Bangabandhu and being inspired by his ideas they will be able to contribute to build Golden Bangla.

I wish all out success of all the programmes taken on the birth centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.

Md. Abdul Hamid

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬শে পৌষ ১৪২৬
১০ই জানুয়ারি ২০২০

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা কর্মসূচির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ১০ই জানুয়ারি জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন হতে এই ক্ষণগণনা শুরু হবে। আর ১৭ই মার্চ ২০২০ বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালা।

এ উপলক্ষ্যে আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোন এবং সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে, যাঁদের অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক সাহসী অগ্নিপুরুষের নাম। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ বাঙালি জাতি যুগে যুগে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে, কিন্তু সফল হতে পারেনি। অবশেষে বিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে মুক্তির দূত হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর নেতৃত্বেই বাঙালি জাতি শেষ পর্যন্ত পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা লাভ করে।

বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছিল মানুষের কল্যাণের জন্য– বাঙালির মুক্তির জন্য। মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির লক্ষ্যে শাসকদের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন লড়াই করেছেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কেটেছে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। এমনকি জনগণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর আজীবনের আরাধ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেও মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ রুদ্ধ করে দেয়।

অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে জনগণের রায়ে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হবই, ইনশাআল্লাহ।

জাতির জন্য গৌরবময় এই উদ্‌যাপনে আপামর জনসাধারণ– বিশেষ করে আগামী প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তুলে ধরতে আমরা ১৭ই মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ই মার্চ ২০২১ সময়কে 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করেছি। আমি মনে করি, বঙ্গবন্ধু সকলের। কাজেই সকলের কাছে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তুলে ধরতে সরকারি-বেসরকারি সকল দপ্তর, সংস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল দল ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল করে তুলবে– এ আমার প্রত্যাশা।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষ্যে সারাদেশে স্থাপিত ক্ষণগণনার ঘড়ি এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম তুলে ধরতে স্থাপিত ডিসপ্লেগুলো জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে বলে আমি আশা করি।

আমি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PRIME MINISTER

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

26 Poush 1426
10 January 2020

Message

I extend my greetings to the countrymen on the occasion of launching of the Countdown Programme of the celebration of birth centenary of the greatest Bangali of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The countdown starts on 10 January- the homecoming day of the Father of the Nation. Through the grand inauguration of the birth centenary of Bangabandhu, the celebrations will commence on 17 March 2020.

On this occasion, I pay my deep homage to the memory of the Father of the Nation. I also recall with profound respect the national four leaders, 3 million martyrs, 200 thousand oppressed women and the valiant freedom fighters, whose supreme sacrifice has brought us independence.

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is the name of a courageous and fearless person. The Bangalis had struggled for ages to liberate themselves from the subjugation and oppression but failed. At last, Bangabandhu emerged as an apostle of freedom under whose leadership the Bangalis achieved independence by breaking the shackle fo oppression.

Bangabandhu was born for the wellbeing of the people, and freedom of the Bangalis. He fought lifelong against the rulers for establishing the rights of the people and their freedom. He had to spend the best period of his life in the dark cell of the jail. He was even ready to

sacrifice his life for the sake of the people. His lifelong aspiration was to acquire political independence along with economic emancipation of the people of the country. Despite achieving political freedom, the assassination of Bangabandhu along with his most of the family members by the defeated enemies of the Liberation War on 15 August 1975 stopped the path of achieving economic emancipation.

Overcoming the various obstacles, we have been working to build a 'Golden Bangladesh' as Bangabandhu dreamt of. We have been taking practical plans and implementing those to turn Bangladesh into a middle income country by 2021 and a developed one by 2041. To meet the aspiration of the people, we will certainly achieve our goals, InshaAllah.

We have declared 17 March 2020 to 17 March 2021 as 'Mujib Year' with a view to upholding the life and works of Bangabandhu to the people, especially to the next generation through this glorious celebration. In my consideration, 'Bangabandhu' belongs to all. I hope that the celebration of the birth centenary will come to a success by projecting his life and works through different programmes and initiatives taken by all government, non-government offices, organizations, educational institutions as well as pro-liberation political parties and social-cultural organizations.

On the occasion of the celebration of the birth centenary of Bangabandhu, I hope, the countdown watch and the display devices that will depict the life and works of Bangabandhu, will create huge enthusiasm among the people.

I wish all out success of the programmes taken on the occasion of countdown of celebration of the birth centenary of Bangabandhu.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu
May Bangladesh Live Forever

Sheikh Hasina

"আমি জানতাম না আপনাদের কাছে আমি ফিরে আসবো। আমি খালি একটা কথা বলেছিলাম, তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলে দেও আমার আপত্তি নাই। মৃত্যুর পরে আমার লাশটা আমার বাঙালির কাছে দিয়ে দিও, এই একটা অনুরোধ তোমাদের কাছে আমার।"

... ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে তৎকালীন রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানের সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) লাখো জনতার উদ্দেশে প্রদত্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের অংশবিশেষ

"I did not know I would return to you. I told just one thing, I have no objection if you kill me. Please return my dead body to my Bengalees, this is my only request to you."

---Extract from the speech of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on Historic Day of returning to his motherland on 10 January 1972 at Ramna Race Course Ground (present Suhrawardy Udyan)

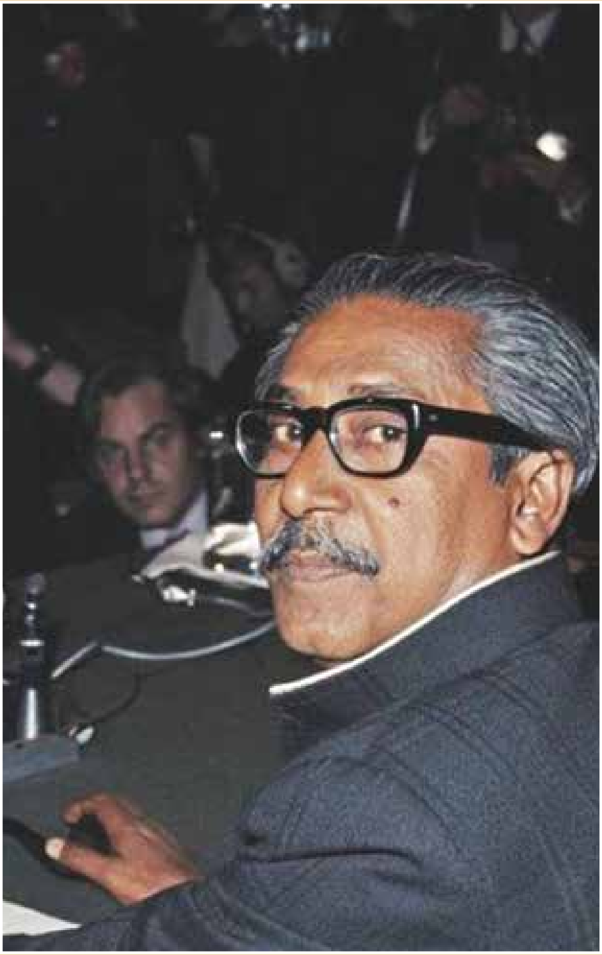

প্রাক্‌কথন

আগামী ১৭ই মার্চ, ২০২০ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী। বাঙালির জাতীয় জীবনে সুমহান গৌরবে অভিষিক্ত এই সময়কে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মুজিববর্ষে কৃতজ্ঞচিত্তে বাঙালি তাঁর জাতির পিতাকে জানাবে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

পুরো জাতি আজ মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের প্রতীক্ষায়। মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সর্বত্র প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হয়েছে। সবাই অপেক্ষা করছে মুজিববর্ষের এই অবিনশ্বর সময়ের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে। শতবর্ষের প্রতীক্ষার এই সময়কে সামনে রেখে শুরু হতে যাচ্ছে মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা।

১০ই জানুয়ারি, ১৯৭২ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। সেদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বীরের বেশে ফিরে এসেছিলেন তাঁর প্রিয় স্বাধীন স্বদেশে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নৃশংস গণহত্যা শুরু করে। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। তারপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে। পাকিস্তানিরা বন্দি শেখ মুজিবকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু বিশ্ব জনমতের চাপে তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে পারেনি।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলে স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বলেছিলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বঙ্গবন্ধু ছিলেন এই জাতির শক্তি, সাহস ও প্রেরণার উৎস।

৮ই জানুয়ারি ১৯৭২ পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ৮ই জানুয়ারি তিনি পিআইএ-এর একটি বিশেষ বিমানে লন্ডন পৌঁছান। ১০ই জানুয়ারি ব্রিটিশ রাজকীয় কমেট বিমানে স্বাধীন বাংলাদেশে অবতরণ করেন বঙ্গবন্ধু। পথমধ্যে কিছু সময়ের জন্য ভারতে যাত্রা বিরতি করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে যেদিন বঙ্গবন্ধু অবতরণ করেছিলেন সেদিন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করেছিল জাতি। চতুর্দিকে উল্লাস, চতুর্দিকে আনন্দে উৎফুল্ল জনতার সমুদ্র। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগানে মুখর বাঙালি জাতি মুক্তিদাতাকে বরণ করেছিল। এই দিনটিকে সামনে রেখে ২০২০ সালের ১০ই জানুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা। এই ক্ষণগণনার জন্য যেখানে মুক্ত বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বাধীন দেশে প্রথম অবতরণ করেছিলেন সেই তেজগাঁও পুরাতন বিমান বন্দরকে স্থান হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে।

ঐতিহাসিক এই স্থান থেকে ক্ষণগণনা উদ্বোধন ও লোগো উন্মোচন করবেন অনন্যসাধারণ রাষ্ট্রনায়ক বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। এই উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও সকল অঞ্চলে শুরু হবে মুজিববর্ষের ক্ষণগননা।

ক্ষণগণনার এ আয়োজনে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তাঁর সদয় দিকনির্দেশনার জন্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যগণের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ আন্তরিক সহযোগিতা করার জন্য। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও তাঁর সহযোগী সংগঠনসমূহের প্রতি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে তেজগাঁও পুরাতন বিমান বন্দরে এই ক্ষণগণনা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ। বাংলাদেশের সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ও সকল জেলা-উপজেলায় ক্ষণগণনা যন্ত্র স্থাপন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় করেছে যথাক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রতি। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পুলিশসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিও অশেষ কৃতজ্ঞতা।

এই ক্ষণগণনা উদ্বোধনের মাধ্যমে শুরু হবে মুজিবশতবর্ষ উদ্‌যাপনে জাতির অধীর প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষা শেষে নবপ্রভাতের আলোকসম্পাতে শুরু হবে মুজিববর্ষের উদ্‌যাপন। এই আয়োজনের প্রতিটি ক্ষণে আমরা সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করি।

মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা ও উদ্‌যাপনের ঐতিহাসিক মুহূর্তের অংশীদার হতে সকলকে আহ্বান জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. রফিকুল ইসলাম, জাতীয় অধ্যাপক
সভাপতি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
প্রধান সমন্বয়ক
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি

Foreword

17 March 2020 will mark the birth centenary of the greatest Bengalee of all time, the founder of Bengalee nation-state, the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Different programmes have been taken up at both home and abroad with a view to celebrating this auspicious moment in the Bengalee national life. The grateful Bengalee nation will pay profound respect and love to the Father of the Nation. The entire nation today awaits the Mujib Year celebrations. There has been incredible excitement regarding the momentous event everywhere. Everyone is eagerly waiting to associate her/himself with the undying moment of the Mujib Year. The countdown to the year-long celebrations is about to begin.

10 January 1972 is a red letter day in our national history. On that day the Father of the Nation made a heroic return to his dear free country. The Pakistani occupation forces let loose the brutal genocide in the black night of 25 March. Bangabandhu had declared the independence of Bangladesh in the early hours of 26 March before he was arrested by the occupation forces. Pakistanis wanted to assassinate the imprisoned Mujib. But they could not kill him owing to the mounting pressure on them from the world community. Bangabandhu gave his

clarion call for independence on 7 March 1971. He directed the Bengalees to take all-out preparations for the war of freedom by turning every house into a fort. He said, “This particular movement is a movement to liberate ourselves ... this particular movement is a movement for our independence”. Bangabandhu acted as the source of power, courage and inspiration for this nation during the nine-month long bloody liberation war. The Pakistani government was forced to free Bangabandhu on 8 January 1972. He was taken to London by a special PIA airplane on the day. Bangabandhu boarded a royal British Comet jet and reached the soils of independent Bangladesh on 10 January. He took a short break in India en route to his own country. The nation witnessed an unprecedented spectacle on the day of Bangabandhu’s triumphant homecoming. There was tremendous excitement everywhere; there was a sea of cheering crowds. The nation chanted in concert ‘Joy Bangla’ ‘Joy Bangabandhu’ to welcome its liberator. With that day in view the countdown to the Mujib Year is set to begin on 10 January 2020. The old airport where Bangabandhu had set foot has been selected as the site where the countdown will begin. Unusually gifted and talented state leader, Bangabandhu’s daughter, Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina will inaugurate the countdown and unveil the logo at this historical location. With her inauguration the countdown to the Mujib Year will simultaneously begin in all city corporations, divisions, zilas, upazilas and other places of Bangladesh.

On this occasion of countdown we are particularly indebted to honorable Prime Minister for her kind directions. We are grateful to the members of both national committee and implementation committee of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman birth centenary celebrations for their cordial cooperation. Special thanks are

due to the Armed Forces Division, Ministry of Public Administration , Local Government Division, Ministry of Information, Ministry of Home , Bangladesh Awami League and its allied organizations. This grand event of countdown at Tejgaon old airport is being managed by the Armed Forces Division under the guidance of the national implementation committee of the birth centenary celebrations of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Local Government Division and Ministry of Public Administration have coordinated the activities related to installation and coordination of the countdown devices in all city corporation areas, zilas and upazilas. We are also grateful to Dhaka North City Corporation and Dhaka South City Corporation for their heartfelt cooperation. Our sincere thanks is due to the Cabinet Division, Prime Minister’s Office, Ministry of Housing and Public Works , ICT Division, Bangladesh Police and other ministries and divisions.

This inauguration of the countdown sets off the nation’s exquisite waiting for the Mujib centenary celebrations. The Mujib Year celebrations lit by the new dawn will draw a close to the waiting. We anticipate your cooperation in every activity of this grand fiesta. We call upon all of you to join us at this historical moment of the countdown to the Mujib Year and celebrations.

Joy Bangla, joy Bangabandhu.

Dr. Rafiqul Islam, National Professor
Chairman
National Implementation Committee for the Celebration of the Birth Centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

Dr. Kamal Abdul Naser Chowdhury
Chief Coordinator
National Implementation Committee for the Celebration of the Birth Centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে, আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে হয়ে উঠেছিলেন কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বাধীন সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ।

৭ই মার্চ ১৯৭১-এ লাখো জনতার সমাবেশে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান। ২৫শে মার্চ ১৯৭১-এর রাতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর নির্মম গণহত্যা চালায় পাকিস্তানি বাহিনী। ২৬শে মার্চ-এর প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তারপরই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে। সেখানে পাকিস্তানি শাসকগণ

স্বাধীন দেশে ফিরে এলেন বঙ্গবন্ধু

করাচি বিমানবন্দর হয়ে গ্রেফতারকৃত বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাওয়া হয় পাকিস্তানের কারাগারে

তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কারাগারে তাঁর সেলের সামনে কবরও খোঁড়া হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ব জনমতের চাপে পাকিস্তানি সরকার তাঁকে হত্যা করতে পারেনি।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাঙালি। কারাগারে বন্দি বঙ্গবন্ধু ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদের আত্মদানের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় আসে ১৬ ডিসেম্বর তারিখে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণ হয়। তখন কেবল একটিই চাওয়া ছিল জাতির, স্বাধীনতার আনন্দকে পরিপূর্ণ করে তুলতে কবে ফিরবেন জাতির পিতা?

এরপর বিশ্ব জনমতের চাপে পরাজিত পাকিস্তানি জান্তা বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

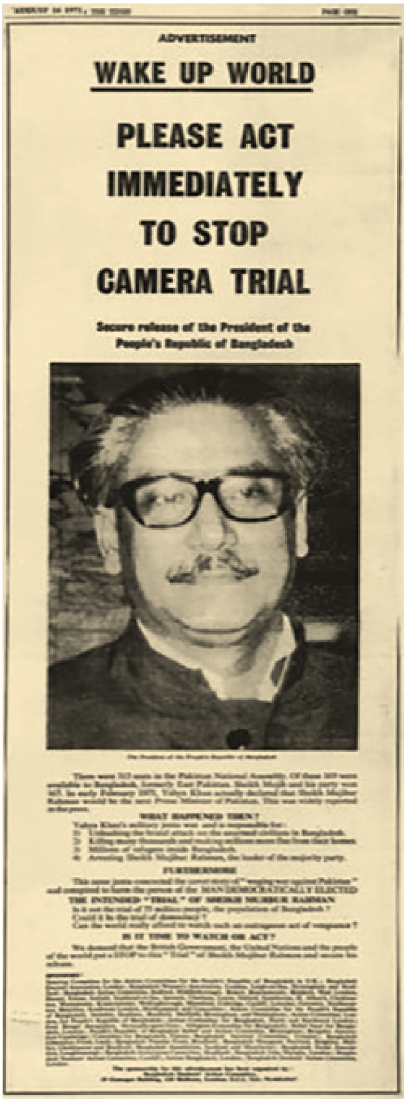

ADVERTISEMENT

WAKE UP WORLD

PLEASE ACT IMMEDIATELY TO STOP CAMERA TRIAL

Secure release of the President of the People's Republic of Bangladesh

বঙ্গবন্ধুর প্রহসনের বিচার বন্ধের দাবিতে সোচ্চার ছিল বিশ্ব গণমাধ্যম

৮ই জানুয়ারি ১৯৭২। রাওয়ালপিন্ডি বিমানবন্দর থেকে পিআইএ'র একটি বিশেষ বিমানে করে মুক্ত বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাওয়া হয় লন্ডনে।

৯ই জানুয়ারি ১৯৭২-এর সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বহনকারী বিমানটি লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সমগ্র লন্ডনে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর মুক্তির খবর। দলে দলে প্রবাসী বাঙালিরা প্রিয় নেতাকে এক নজর দেখার জন্য ছুটে এলেন। তাঁকে বিমানবন্দর থেকে নিয়ে যাওয়া হয়

সদ্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুকে লন্ডনের ক্ল্যারিজ হোটেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

ক্ল্যারিজ হোটেলের বলরুমে সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু

লন্ডনের ক্ল্যারিজ হোটেলে। সেখানে সংবাদ সম্মেলনে ব্রিটিশ সাংবাদিকরা জানতে চান তাঁর কারাবাসের দিনগুলোর খুঁটিনাটি তথ্য। স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ তথা জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এ্যাডওয়ার্ড হিথ অবকাশকালীন ছুটিতে ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও লন্ডন পৌঁছানোর খবর পেয়ে ছুটে আসেন তিনি। ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাগত জানান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সাথে বৈঠকে বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটেনের জনগণের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাডওয়ার্ড হিথ ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে দিল্লিতে অভ্যর্থনা জানান ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

প্রিয় স্বদেশের মাটিতে পা রাখার পর আবেগাপ্লুত বঙ্গবন্ধু

ঐদিন রাতে ব্রিটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর কমেট জেট বিমান বাংলাদেশের নেতাকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে লন্ডন ত্যাগ করে। পথিমধ্যে দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতি করেন তিনি। ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা জানান। এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দান ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতের জনগণকে ধন্যবাদ জানান বঙ্গবন্ধু।

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২। বাংলাদেশের সব মানুষ প্রিয় নেতাকে বরণ করে নেওয়ার আবেগে ভাসছিলেন আনন্দের উচ্ছ্বলতায়। সকাল থেকে লাখো মানুষের ঢল নামে রাজপথে। ঢাকা শহর পরিণত হয় জনতার বিশাল সমুদ্রে। জাতির পিতাকে বরণ করার জন্য রমনা রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমানের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) দিকে ছুটছিল উল্লসিত জনতা। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

শীতের সোনালি দুপুরে বাংলাদেশের মাটি স্পর্শ করেছিল বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমান। তেজগাঁও পুরাতন বিমান বন্দর থেকে রেসকোর্স পর্যন্ত তখন উত্তাল জনসমুদ্র। লক্ষ কোটি মানুষের জয়বাংলা ধ্বনিতে মুখরিত চারদিক। অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ দেশবাসীর দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে বাঙালির মুক্তিদাতা স্পর্শ করলেন প্রিয় স্বদেশের পবিত্র মাটি।

Triumphant Homecoming of Bangabandhu Sheikh Mujib

Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman became the voice of the millions through his sacrifice, struggle and rendering strong leadership to the people to achieve self-determination of the Bangalee nation. He was the architect of a sovereign, independent nation-state Bangladesh.

On March 7 1971, in his historic speech before the millions, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman called the people for taking all out preparation for the independence.

On the fateful night of 25 March 1971, the occupational Pakistan Army started unleashing one of the heinous genocide in the history

Triumphant Homecoming of Bangabandhu got huge coverage in the world media

Bangabandhu standing on the truck carrying him to the Race Course Maidan

of mankind over the unarmed Bangalees. At the first hour of 26 March 1971, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman proclaimed the independence of Bangladesh. Within hours Pakistan Army arrested him. He was taken to the prison in the then West Pakistan. The Military junta hatched conspiracy to kill him there. Even the grave was prepared. But they could not dare to do so because of strong global voice for his release.

On the other hand, at the clarion call of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the patriotic people of his country put their all efforts of resistance against the occupational force. Incarcerated Bangabandhu became the wellspring of inspiration of the freedom fighters. The victory came on 16 December 1971, after the nine-month bloody war, at the cost of millions of lives. The dream of Independent

Bangladesh came into being. But the mind of victorious Bangalees were still restive—when will Bangabandhu return to his beloved motherland?

The vanquished Pakistani junta ceded to the pressure of the global community to release Bangbandhu Sheikh Mujibur Rahman.

On 8 January 1972, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was taken to London by a chartered flight of PIA from Rawalpindi airport. He reached London on 09 January 1972. He briefly stayed at Claridge's Hotel and in the afternoon met the global press at its ballroom. Thousands of expatriate Bangali poured down in front of the hotel to have a glimpse of their leader. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman conveyed his gratitude to the international community through the press for its strong support to the cause of Independence

The whole nation along with his family was eagerly waiting to receive their beloved leader

Bangabdnhu became emotional while delivering his first speech on 10 January 1972

of Bangladesh. Later he shared his experience of incarceration with the press. Bangabandhu urged to the states of the world as well as the United Nations to recognize Bangladesh.

In the evening, he was received by the then British Prime Minister Edward Heath at the 10 Downing Street. The Prime Minister Edward Heath was in vacation. At the news of Bangabandhu's arrival in London, the prime minister rushed to meet him cancelling his vacation. At the meeting, Bangabandhu thanked British government and its people for their valuable support during the liberation war of Bangladesh.

In the same evening, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman left London for Bangladesh by a chartered Comet jet of British Royal Air

Force. On his way to Dhaka, Bangabndhu Sheikh Mujibur Rahman took a halt in New Delhi. The then President of India Shri V V Giri and Prime Minister Shrimati Indira Gandhi received him at the Palam airport. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman thanked Shrimati Gandhi, government and the people of India for taking the brunt of hosting 10 million refugees from Bangladesh and extending strong support during the Liberation War.

On 10 January 1972, the whole nation was eagerly waiting to receive their beloved leader. Millions of people poured down on the streets. The entire city turned into an ocean of waiting masses. The people were rushing to the Race Course Maidan (now Suhrawardy Uddyan) to embrace their leader – an unparallel outburst of emotions.

The plane carrying Bangabandhu touched the free soil of Bangladesh in a golden afternoon of winter. The air was filled with the slogan of 'Joy Bangla'. Finally, Bangabandhu touched the sacred soil of Bangladesh after a long waiting of his beloved countryman.

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২

আমি প্রথমে স্মরণ করি আমার বাংলাদেশের ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, সেপাই, পুলিশ, জনগণকে– হিন্দু-মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে; তাদের আত্মার মঙ্গল কামনা করে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আপনাদের কাছে দু-এক কথা বলতে চাই।

আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে, আমার বাংলার মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে। আমার বাংলা স্বাধীন থাকবে। আমি আজ বক্তৃতা করতে পারবো না। বাংলার ছেলেরা, বাংলার মায়েরা, বাংলার কৃষক, বাংলার শ্রমিক, বাংলার বুদ্ধিজীবী যেভাবে সংগ্রাম করেছে– আমি কারাগারে বন্দি ছিলাম, ফাঁসি কাষ্ঠে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু আমি জানতাম আমার বাঙালিকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না। আমার বাংলার মানুষ স্বাধীন হবে। আমি আমার সেই যে ভাইয়েরা আত্মাহুতি দিয়েছে, শহিদ হয়েছে, তাঁদের আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করি, তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। আজ শতকরা– আমার খবর হয়েছে, প্রায় ৩০ লক্ষ লোককে মেরে ফেলে দেয়া হয়েছে বাংলায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এবং প্রথম মহাযুদ্ধেও, এতো লোক, এতো সাধারণ নাগরিক মৃত্যুবরণ করে নাই, শহিদ হয় নাই, যা আমার এই সাত কোটির বাংলাদেশে হয়েছে।

আমি জানতাম না আপনাদের কাছে আমি ফিরে আসবো। আমি খালি একটা কথা বলেছিলাম, তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলে দেও আমার আপত্তি নাই। মৃত্যুর পরে আমার লাশটা আমার বাঙালির কাছে দিয়ে দিও, এই একটা অনুরোধ তোমাদের কাছে আমার।

আমি মোবারকবাদ জানাই ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে, আমি মোবারকবাদ জানাই ভারতবর্ষের জনসাধারণকে, আমি মোবারকবাদ জানাই ভারতবর্ষের সামরিক বাহিনীকে, আমি মোবারকবাদ জানাই রাশিয়ার জনসাধারণকে, আমি মোবারকবাদ জানাই ব্রিটিশ, জার্মানি,

ফ্রান্স সব জায়গার যে গভর্নমেন্ট, জনসাধারণ আছে, তাদের আমি মোবারকবাদ জানাই যারা আমাকে সমর্থন করেছে। আমি মোবারকবাদ জানাই আমেরিকার জনসাধারণকে, আমি মোবারকবাদ জানাই বিশ্ব দুনিয়ার মজলুম জনসাধারণকে, যারা আমার এই মুক্তি সংগ্রামকে সাহায্য করেছে।

আমার বলতে হয়, এক কোটি লোক এই বাংলাদেশের থেকে ঘর বাড়ি ছেড়ে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছিলো। ভারতের জনসাধারণ, মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তাদের খাবার দিয়েছে, থাকবার দিয়েছে, তাদের আমি মোবারকবাদ না দিয়ে পারি না। যারা অন্যরা সাহায্য করেছে তাদের আমার মোবারকবাদ দিতে হয়।

তবে মনে রাখা উচিত, বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে। বাংলাদেশকে কেউ দাবাতে পারবে না। বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে লাভ নাই। আমি বলেছিলাম যাবার আগে, ও বাঙালি এবার তোমাদের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবার তোমাদের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। তোমরা তা করেছো। আমি বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরি কর। তোমরা ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরি করে সংগ্রাম করেছো।

আমি আমার সহকর্মীদের মোবারকবাদ জানাই। আমার বহু ভাই, আমার বহু কর্মী, আমার বহু মা-বোন, আমার বহু ভাই আজ দুনিয়ায় নাই, তাদের আমি দেখবো না। আমি আজ বাংলার মানুষকে দেখলাম, বাংলার মাটিকে দেখলাম, বাংলার আকাশকে দেখলাম, বাংলার আবহাওয়া অনুভব করলাম, বাংলাকে আমি সালাম জানাই। আমার সোনার বাংলা তোমায় আমি বড় ভালোবাসি, বোধহয় তার জন্য আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে।

আমি আশা করি, দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে আমার আবেদন, যে আমার রাস্তা নাই, আমার ঘাট নাই, আমার জনগণের খাবার নাই, আমার মানুষ গৃহহারা-সর্বহারা, আমার মানুষ পথের ভিখারী। তোমরা আমার মানুষকে সাহায্য করো, মানবতার খাতিরে তোমাদের কাছে আমি সাহায্য চাই। দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে আমি সাহায্য চাই। আমার বাংলাদেশকে তোমরা রিকোগনাইজ করো। জাতিসংঘের ত্রাণ দাও; দিতে হবে, উপায় নাই দিতে হবে। আমি, আমরা হার মানবো না, আমরা হার মানতে জানি না। কবিগুরু, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন– "সাত কোটি বাঙালিরে হে বঙ্গ জননী, রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করোনি।"

কবিগুরুর কথা মিথ্যা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। আমার বাঙালি আজ মানুষ। আমার বাঙালি দেখিয়ে দিয়েছে দুনিয়ার ইতিহাসে, দুনিয়ার ইতিহাসে, স্বাধীনতার সংগ্রামে এতো লোক আত্মাহুতি, এতো লোক জান দেয় নাই। তাই আমি বলি আমায় দাবায়ে রাখতে পারবে না।

আজ থেকে আমার অনুরোধ, আজ থেকে আমার আদেশ, আজ থেকে আমার হুকুম, ভাই হিসাবে– নেতা হিসাবে নয়, প্রেসিডেন্ট হিসাবে নয়, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয়, আমি তোমাদের ভাই, তোমরা আমার ভাই। এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে– যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়, এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না– যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়, এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না– যদি এদেশের মা-বোনেরা ইজ্জতের কাপড় না পায়, এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না– যদি এদেশের মানুষ, যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।

মুক্তিবাহিনী, মুক্তিবাহিনী, ছাত্রসমাজ, কর্মী বাহিনী তোমাদের মোবারকবাদ জানাই। তোমরা গেরিলা হয়েছো, তোমরা রক্ত দিয়েছো, রক্ত বৃথা যাবে না, রক্ত বৃথা যায় নাই।

একটা কথা– আজ থেকে, আজ থেকে বাংলায় যেন আর চুরি-ডাকাতি না হয়। বাংলায় যেন আর লুটতরাজ না হয়। বাংলায় যে অন্য লোকেরা আছে, অন্য দেশের লোক, পশ্চিম পাকিস্তানের লোক, বাংলায় কথা বলে না; আজও বলছি, তোমরা বাঙালি হয়ে যাও। আর আমি আমার ভাইদের বলছি, তাদের উপরে হাত তুলো না। আমরা মানুষ, মানুষ ভালোবাসি।

তবে যারা দালালি করেছে, যারা আমার লোকদের ঘরে ঢুকে হত্যা করেছে, তাদের বিচার হবে এবং শাস্তি হবে। সরকারের কাছে, বাংলার স্বাধীন সরকারের হাতে ছেড়ে দেন, একজনকেও ক্ষমা করা হবে না। তবে, আমি চাই, স্বাধীন দেশে, স্বাধীন নাগরিকের মতো, স্বাধীন আদালতে, বিচার হয়ে এদের শাস্তি হবে। আপনারা, আমি দেখায়ে দিবার চাই দুনিয়ার কাছে, যে শান্তিপূর্ণ বাঙালি রক্ত দিতে জানে, শান্তিপূর্ণ বাঙালি শান্তি বজায় রাখতেও জানে।

আমারে আপনারা পেয়েছেন। আমি আসছি। জানতাম না আমার ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে। আমার সেলের পাশে আমার জন্য কবর খোঁড়া হয়েছিল। আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম, বলেছিলাম– আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান– একবার মরে দুইবার মরে না। আমি বলেছিলাম, আমার মৃত্যু এসে থাকে যদি আমি হাসতে হাসতে যাবো। আমার বাঙালি জাতকে অপমান করে যাবো না, তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইবো না। এবং যাবার সময় বলে যাবো, জয় বাংলা, স্বাধীন বাংলা, বাঙালি আমার জাতি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলার মাটি আমার স্থান।

ভাইয়েরা আমার, যথেষ্ট কাজ পড়ে রয়েছে, আপনারা জানেন। আমি সমস্ত জনসাধারণকে চাই যেখানে রাস্তা ভেঙে গেছে, নিজেরা রাস্তা করতে শুরু করে দাও। আমি চাই জমিতে যাও, ধান বুনাও। কর্মচারীদের বলে দিবার চাই, একজন ঘুষ খাবেন না। মনে রাখবেন, তখন সুযোগ ছিলো না, আমি ঘুষ ক্ষমা করবো না।

ভাইয়েরা আমার, যাওয়ার সময় যখন আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তাজউদ্দীন, নজরুলেরা আমার দিকে যায়। আমি বলেছিলাম, ৭ কোটি বাঙালির সাথে আমাকে মরতে দে তোরা। আমি আশীর্বাদ করছি। তাজউদ্দীনেরা কাঁদছিল। তোরা চলে যা। সংগ্রাম করিস। আমার আস্থা রইলো। আমি এই বাড়িতে মরতে চাই। এই হবে বাংলার জায়গা, এখানেই আমি মরতে চাই। ওদের কাছে মাথা নত করে আমরা পারবো না।

ভাইয়েরা আমার, ডাঃ কামালকে নিয়ে তিন মাস পর্যন্ত সেখানে ইন্টারোগেশন করেছে, মুজিবের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ার। কয়েকজন বাঙালি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে, তাদের আমরা জানি এবং চিনি। তাদের বিচার হবে।

আপনারা, আজ আমি বক্তৃতা করতে পারছি না। আপনারা বুঝতে পারেন– "নম নম নম সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি, গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।"

আজ আমি যখন ঢাকায় নামছি, আমি আমার চোখের পানি রাখতে পারি নাই। আমি জানতাম না, যে মাটিকে আমি এতো ভালোবাসি, যে মানুষকে আমি এতো ভালোবাসি, যে জাতকে আমি এতো ভালোবাসি, যে বাংলাদেশকে আমি এতো ভালোবাসি, সে বাংলায় আমি যেতে পারবো কি না। আজ আমি বাংলাদেশে ফিরে এসেছি। আমার ভাইদের কাছে, আমার মা'দের কাছে, আমার বোনদের কাছে। বাংলা আমার স্বাধীন, বাংলার মানুষ আজ আমার স্বাধীন।

আমি পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইদের বলি, তোমরা সুখে থাকো। তোমাদের মধ্যে আমাদের ঘৃণা নাই। তোমাদের আমরা শ্রদ্ধা করতে চেষ্টা করবো। তোমার সামরিক বাহিনীর লোকেরা যা করেছে, আমার মা-বোনের উপর রেপ করেছে, আমার ত্রিশ লক্ষ লোককে মেরে ফেলে দিয়েছে। যাও সুখে থাকো। তোমরা সুখে থাকো। তোমাদের সঙ্গে আর না। শেষ হয়ে গেছে। তোমরা স্বাধীন থাকো, আমিও স্বাধীন থাকি।

তোমাদের সঙ্গে আমার স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বন্ধু হতে পারে, তাছাড়া বন্ধু হতে পারে না। তবে, যারা, অন্যায়ভাবে অন্যায় করেছে তাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হবে। আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা চাই। আরেকদিন আমি বক্তৃতা করবো। কিছু দিন পরে একটু সুস্থ হয়ে লই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি সে মুজিবুর রহমান এখন আর নাই। আমার বাংলার দিকে চাইলে দেখেন, সমান হয়ে গেছে জাগা, গ্রাম গ্রাম পোড়ায়ে দিয়েছে। এমন কোন ফ্যামিলি নাই, যার মধ্যে আমার লোককে হত্যা করা হয় নাই। কত বড় কাপুরুষ, যে নিরপরাধ নাগরিককে এভাবে হত্যা করে; সামরিক বাহিনীর লোকেরা। আর তারা বলে কী? যে আমরা পাকিস্তানের মুসলমান সামরিক বাহিনী। ঘৃণা করা উচিত। জানা উচিত দুনিয়ার মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার পরে এই

বাংলাদেশই দ্বিতীয় স্থান মুসলিম কান্ট্রি। মুসলমান সংখ্যায় বেশি– দ্বিতীয় স্থান। আর ইন্ডিয়া তৃতীয় স্থান। আর পশ্চিম পাকিস্তান চতুর্থ স্থান। আমরা মুসলমান। মুসলমান মা-বোনদের রেপ করে! আমরা মুসলমান। আমার রাষ্ট্রে এই বাংলাদেশে হবে সমাজতন্ত্র ব্যবস্থা। এই বাংলাদেশে হবে গণতন্ত্র। এই বাংলাদেশে হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

যারা জানতে চান, আমি বলে দিবার চাই। আসার সময় দিল্লিতে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ঐ সময় আলোচনা হয়েছে। আমি আপনাদের বলতে পারি, যেহেতু জানি আমি তাঁকে। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। সে পণ্ডিত নেহেরুর কন্যা। সে মতিলাল নেহেরুর ছেলের মেয়ে। তাঁরা রাজনীতি করেছে, ত্যাগ করেছে। তাঁরা আজকে সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে। যেদিন আমি বলবো, সেইদিন ভারতের সৈন্য বাংলার মাটি ছেড়ে চলে যাবে এবং তিনি আস্তে আস্তে কিছু কিছু সরায়ে নিচ্ছেন।

তবে যে সাহায্য করেছেন আমি আমার সাত কোটি দুঃখী বাঙালির পক্ষ থেকে ইন্দিরা গান্ধীকে, তাঁর সরকারকে, ভারতের জনসাধারণকে মোবারকবাদ জানাই, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। ব্যক্তিগতভাবে এমন কোন রাষ্ট্রপ্রধান নাই, যার কাছে তিনি আপিল করেন নাই যে, শেখ মুজিবকে ছেড়ে দাও। তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রের কাছে বলেছেন, তোমরা ইয়াহিয়া খানকে বল শেখ মুজিবকে ছেড়ে দেবার জন্য, একটা রাজনৈতিক সল্যুশন করার জন্য।

এক কোটি লোক মাতৃভূমি ত্যাগ করে কোনো দেশে চলে গেছে। এমন অনেক দেশ আছে যেখানে লোক সংখ্যা দশ লাখ, পনেরো লাখ, বিশ লাখ, ত্রিশ লাখ, চল্লিশ লাখ, পঞ্চাশ লাখ। শতকরা ষাটটা রাষ্ট্র আছে, যার জনসংখ্যা এক কোটির কম। আর আমার বাংলা থেকে এক কোটি লোক মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে ভারতে স্থান নিয়েছিলো। কত সেখানে অসুস্থ অবস্থায় মারা গেছে, কত না খেয়ে কষ্ট পেয়েছে, কত ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে এই পাষণ্ডের দল।

ক্ষমা করো আমার ভাইয়েরা, ক্ষমা করো। আজ আমার কারো বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নাই। একটা মানুষকে তোমরা কিছু বলো না। অন্যায় যে করেছে তাকে সাজা দেবো। আইন শৃঙ্খলা তোমাদের হাতে নিও না। মুক্তিবাহিনীর যুবকরা, তোমরা আমার সালাম গ্রহণ করো। ছাত্রসমাজ, তোমরা আমার সালাম গ্রহণ করো। শ্রমিকসমাজ, তোমরা আমার সালাম গ্রহণ করো। কৃষক সমাজ, তোমরা আমার সালাম গ্রহণ কর। তোমরা করো, বাংলার হতভাগ্য হিন্দু-মুসলমান আমার সালাম গ্রহণ করো।

আর আমার যে কর্মচারীরা, যে পুলিশ, ইপিআর, যাদের উপর মেশিনগান চালিয়ে দেয়া হয়েছে, যারা মা-বোন ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছে, তার স্ত্রীদের গ্রেফতার করে কুর্মিটোলা নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তোমাদের সকলকে আমি সালাম জানাই, তোমাদের সকলকে আমি শ্রদ্ধা জানাই।

নতুন করে গড়ে উঠবে এই বাংলা। বাংলার মানুষ হাসবে। বাংলার মানুষ খেলবে। বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে। বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাবে। এই আমার জীবনের সাধনা, এই আমার জীবনের কাম্য। আমি যেন এই কথা চিন্তা করেই মরতে পারি– এই দোয়া, এই আশীর্বাদ আপনারা আমাকে করবেন। এই কথা বলে আপনাদের কাছে থেকে বিদায় নেবার চাই। আমার সহকর্মীদের আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই। যারা আমার, যাদের আমি যে কথা বলে গেছিলাম, তারা সকলে, যত এখানে আছে আমার, তারা একজন একজন করে তা প্রমাণ করে দিয়েছে, যে না, মুজিব ভাই বলে গেছে, তোমরা সংগ্রাম করো, তোমরা স্বাধীন করো, তোমরা জান দাও, বাংলার মানুষকে মুক্ত করো। আমার জন্য চিন্তা করো না। আমি চললাম। যদি ফিরে আসি, আমি জানি আমি ফিরে আসতে পারবো না। কিন্তু আল্লাহ আছে, তাই আজ আমি আপনাদের কাছে ফিরে এসেছি।

তোমাদের আমি, আমার সহকর্মীরা, তোমাদের আমি মোবারকবাদ জানাই। আমি জানি, কী কষ্ট তোমরা করেছো। আমি কারাগারে বন্দি ছিলাম। ৯ মাস পর্যন্ত আমাকে কাগজ দেওয়া হয় নাই। এ কথা সত্য– আসার সময় ভুট্টো সাহেব আমাকে বলেছিলেন, শেখ সাব, চেষ্টা করেন দুই অংশকে কোন একটা বাঁধনে রাখা যায় কিনা। আমি বললাম, আমি কিছু বলতে পারি না। আমি কোথায় আছি জানি না। আমার বাংলাদেশের মাটিতে যেয়ে আমি বলবো। আজ বলছি, ভুট্টো সাহেব, সুখে থাকো, বাঁধন টুটে গেছে, আর না। তুমি যদি কোন বিশেষ শক্তির সঙ্গে গোপন পরামর্শ করে, আমার বাংলার স্বাধীনতা হরণ করতে চাও, এবার মনে রেখ, এবার দলের নেতৃত্ব দেবে শেখ মুজিবুর রহমান। মরে যাবে, স্বাধীনতা আর হারাতে দেবো না।

ভাইয়েরা আমার, আমার ৪ লক্ষ বাঙালি আছে পশ্চিম পাকিস্তানে। আমি অনুরোধ করবো, তবে একটা জিনিস আমি বলতে চাই, তোমাদের এ্যাপ্রুভাল নিয়া আমার সহকর্মীরা, ইন্টারন্যাশনাল ফোরামে, জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অথবা ওয়ার্ল্ড জুরি এসোসিয়েশনের পক্ষের থেকে একটা ইনকোয়ারি হতে হবে। যে কী পাশবিক অত্যাচার, যেভাবে হত্যা করেছে আমাদের লোকদের, এ সত্য দুনিয়ার মানুষকে জানাতে হবে। আমি দাবি করবো জাতিসংঘকে, ইমেডিয়েটলি বাংলাদেশকে আসন দাও এবং ইনকোয়ারি করো।

ভাইয়েরা আমার, যদি কেউ চেষ্টা করেন, ভুল করবেন। আমি জানি ষড়যন্ত্র শেষ হয় নাই। সাবধান বাঙালিরা, ষড়যন্ত্র শেষ হয় নাই। একদিন বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তৈরি করো, বলেছিলাম? বলেছিলাম, যার যা আছে তাই নিয়ে যুদ্ধ করো, বলেছিলাম? বলেছিলাম, এ সংগ্রাম

স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। এই জায়গায়, ৭ই মার্চ তারিখে। আজ বলে যাচ্ছি, তোমরা ঠিক থাকো, একতাবদ্ধ থাকো, কারো কথা শুনো না। ইনশাল্লাহ, স্বাধীন যখন হয়েছি, স্বাধীন থাকবো। একজন মানুষ এই বাংলাদেশে বেঁচে থাকতে পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে।

আজ আমি আর বক্তৃতা করতে পারছি না। একটু সুস্থ হলে আবার বক্তৃতা করবো। আপনারা আমারে মাফ করে দেন। আপনারা আমাকে দোয়া করেন। আপনারা আমাকে দোয়া করবেন। আপনারা আমার সাথে সকলে আজকে একটা মোনাজাত করেন।

Bangabandhu's Speech, 10 January 1972

At first I remember the students, the labourers, the peasants, the intellectuals, soldiers, the police, the people, the Hindu and the Muslim of my Bangladesh who were killed. I, wishing for their souls and paying tribute to them, would like to say a few words to you.

My Bangladesh has been independent today, my life's desire has been fulfilled today, the people of my Bengal have been liberated today. My Bengal will remain free. Today I won't be able to make a speech. The way the sons of Bengal, the mothers of Bengal, the peasants of Bengal, the labourers of Bengal, the intellectuals of Bengal did struggle---I was imprisoned, was ready and waiting to go to the gallows. But I knew that they could not suppress my Bangalees. The people of my Bengal would be liberated.I pay tribute to those of my brothers who made the supreme sacrifice, suffered martyrdom, I give them my regards, seek forgiveness of their souls.

Today, I am reliably informed, nearly 30 lakh people have been killed in Bengal. In the Second World War and also in the First World War, such a number of people, such a number of common citizen did not die, were not martyred, which happened in my 7-crore people's Bangladesh.

I did not know I would return to you. I told just one thing, I have no objection if you kill me. Please return my dead body to my Bangalees, this is my only request to you.

I congratulate the Prime Minister of India Mrs. Indira Gandhi, I congratulate the people of India, I congratulate the armed forces of India, I congratulate the people of Russia, I congratulate the governments and people of Britain, Germany, France and those who have supported us. I congratulate the people of America, I congratulate the oppressed of the world who have supported this liberation struggle of mine.

I am to say, one crore people from Bangladesh took refuge in India leaving the homestead. The people of India, Mrs. Indira Gandhi gave them food, shelter, I cannot but congratulate them. I am to congratulate others who too helped us.

However, we should keep in mind; Bangladesh is an independent and sovereign state. Bangladesh shall remain independent. None can suppress Bangladesh. There is nothing to be gained by conspiring against Bangladesh. Before I left, I said, Oh, Bangalees! Your struggle this time is a struggle for independence, your struggle this time is a struggle for emancipation. You've done it. I said, build fortresses at every house. You struggled by building fortresses at every house.

I congratulate my colleagues. Many of my brothers, many activists, many mothers and sisters are no more in this world, I shall not see them. Today I saw the people of Bangladesh, saw the land of Bangladesh, saw the sky of Bangladesh, felt the weather of Bangladesh, I greet Bengal with salaam. My Bengal of gold I love you so much, this is perhaps the reason why I have been called back.

I hope, I appeal to all the states in the world, I have no roads, I have no ghat, my people have no food, my people are homeless-helpless, my

people are street beggars. You help my people, I want help from you for the sake of humanity. I want help from all the states in the world. Please recognize my Bangladesh. Give relief from the United Nations, you have to give, no way you must give. I, we won't admit defeat, We don't know how to admit defeat. Kabiguru, Kabiguru Rabindranath said, "You have made seven crore Bangalees, Oh Mother Bengal, remain as Bangalees, you haven't made them humans."

Kabiguru's words have proved wrong. My Bangalees are now humans. My Bangalees have shown in the history of the world, in the history of the world, that no such numbers of people have made self-sacrifices, no such numbers of people have laid down their lives. That's why I say you could not suppress me.

From today my request, from today my command, from today my order, as a brother—not as a leader, nor as the president or as the prime minister, I am your brother, you are my brothers. This independence of mine will be futile—if the people of my Bengal are not fully fed on rice, this independence of mine will not be fulfilled—if the mothers and sisters of Bengal do not get clothes, this independence of mine will not be fulfilled—if the mothers and sisters of this country do not get clothes for the protection of their modesty, this independence of mine will not be fulfilled—if the people of this country, the youth of mine, do not find employment or do not get jobs.

I congratulate you-- the freedom fighters, the student community, activists. You became guerillas, you gave blood, blood won't go in vain, blood didn't go in vain.

Just a word—from today, from today, let there be no theft and robbery in Bengal. Let there be no plundering in Bengal. The other sections of the population who are in Bengal, the people of other countries, the people of West Pakistan, who do not speak Bengali. I'm

still saying, become Bangalees. And I am saying to my brothers, do not raise your hand to them. We are humans, we love humans.

But those who have collaborated, those who have killed my people entering their rooms, will be brought to justice and punished. Leave it with the government, in the hands of the independent government of Bangladesh. None would be spared.

However, I want, in the independent country, like the independent citizens, in the independent court, they would be tried and punished. You, I want to show the world that peaceful Bengalis know how to give blood and peaceful Bengalis know how to keep peace. You have received me. I have come. I did not know I was sentenced to death by hanging. A grave was dug for me beside my cell. I prepared myself, I said I'm a Bangalee, I'm a man, I'm a Muslim—who dies once not twice. I said, if death comes to me, I'll die laughing. I will not die dishonouring my Bangalee nation; I'll not beg your pardon. And will shout out while dying, Joy Bangla, Free Bangla, Bangalee is my nation, Bangla is my language, the land of Bangla is my place.

My brothers, you know, we have a lot of work to do. I want all my people to begin work on the construction of the roads where broken. I want you all to go back to the field and cultivate paddy. I want to tell the employees, do not take bribes, not even a single person. Remember, it was not an opportune moment then, but now I will not forgive bribes.

My brothers! As I was being taken away under arrest, Tajuddin, Nazrul and others went towards me. I told, 'let me die with seven crore Bangalees. I bless you.' Tajuddin and others were crying. I said, 'you go away. Struggle on. I have faith in you. I want to die at this house. This will be the place of Bangladesh, I want to breathe my last in this house. In no way, I can bow my head to them.'

Brothers mine, they have interrogated Dr. Kamal there for three months so as to make him testify against Mujib. Some Bangalees have given their testimonies against me, and we all know and recognize them. They will be brought to trial.

You, today, I am not in a position to make a speech. You understand, "Take the salute my beautiful mother, motherland, the banks of the Ganges, the gentle breeze have soothed my life." (Recites a poem by Tagore).

Today, when I landed in Dhaka, I couldn't hold back my tears, because never did I think I would be back to the land, the people, the nation and the country, Bangladesh, that I love so much. Today, I have returned to Bangladesh. I have come back to my mothers, my sisters, my brothers. My Bengal is now independent, and my people of Bengal are independent today.

I tell the brothers of West Pakistan, you stay happy. We bear you no grudge. We will try our best to show respect to you. Things that your military men have done-- raped my sisters and mothers and killed my thirty lakh people. Go away and be happy. You stay happy. We are no longer with you. It's over. You remain free. I, too, remain independent.

As a citizen of an independent country, I can make friends with you, otherwise there can be no friendship. However, adequate action will be taken for those who have wronged.

I apologize to you. I will make a speech another day, after a few days when I'll get a bit well.

You see I'm not that Mujibur Rahman any longer. When I look at my Bengal, you see, places have been flattened; villages after villages have been burned down. There's hardly any family left where my people haven't been killed. What a howling cowardice that, the military men

killed innocent civilians in this way! And what they claim!'We are the Muslim military in Pakistan.' They should be hated. They should have known that Bangladesh is the second Muslim country in the world after Indonesia. The Muslim are large in number – second position. And India is in the third position. And West Pakistan is in the fourth position. We are Muslims; do the Muslim rape mothers and sisters? We are Muslims. In my state, in this Bangladesh, there will be a socialist system. There will be democracy in this Bangladesh. Bangladesh will be a secular state.

I want to tell them who are eager to know. On my way home, I had a discussion with Mrs. Indira Gandhi in Delhi. I can tell you it since I know her very well. I hold her in high regard. She is the daughter of Pundit Nehru. She is the daughter of Motilal Nehru's son. They were involved in politics, they did sacrifice. They became prime ministers of India. The day I ask, Indian army will leave the soil of Bangladesh, and she is withdrawing little by little.

However, the help she extended to us, I, on behalf of the seven crore sad Bangalees, congratulate Mrs. Indira Gandhi, her government and the people of India, I thank them from the bottom of my heart.

There's hardly any head of the state to whom she did not request personally to secure Sheikh Mujib's release. She personally told all the states in the world, "you ask Yahya Khan to release Sheikh Mujib, to find a political solution".

A crore of people have moved to a country leaving their motherland. There are many countries having ten lakh, fifteen lakh, twenty lakh, thirty lakh, forty lakh, fifty lakh population. Sixty percent states have population below one crore. Whereas one crore people from my Bengal took refuse in India leaving the lure of the motherland. Many of them died there sick, many suffered the agony of starvation. Many houses were burned down by this gang of beasts.

Forgive me, my brothers, forgive me. Today, I have no desire for vengeance on anyone. Don’t tell anything to anybody. I will punish them who did wrong. Don’t take the law into your own hands. The youth of the liberation forces, take my salam. The student community, take my salam. The working community, take my salam. The peasantry, take my salam. You take; the luckless Hindus and Muslims take my salam.

And those of the employees who received bullet injuries shot from machine guns and those who fled for fear of life leaving behind their mothers and sisters, their young wives captured and thrown into Pakistani camp at Kurmitola, I salute you all and offer my best regards.

Together we will build a new and prosperous Bengal. The people of Bengal will cheer up again, live life merrily and breathe freely in an open atmosphere. The people of Bengal will have two squire meals a day. All my endeavors are aimed at achieving this goal. In fact, establishing the country on a firm financial footing is the motto of my life. I wish I could die with the solace that the woes of my people are over. I seek your wishes and blessings to this end. With these words I would like to take leave of you. I express my sincerest thanks to my colleagues who stood by me at the hour of need, who obeyed the orders l gave, they proved through their deeds that they were equal to the challenge and spared no pains to translate into action the orders of their Mujib bhai: fight to the last, liberate the country, sacrifice your lives and emancipate the people. Don't worry about me. Let me go. I doubt whether I would be able to come back here. But Allah is helper of the helpless. That's why, I’ve been able to get back to you again with His blessings.

My dear colleagues, I congratulate you wholeheartedly on your snatching victory. I know well the severe pain you have taken. You know I was detained in prison. For nine months I was kept out of touch with any newspaper. It is true that at the moment of my departure Mr. Bhutto said: Sheikh Shaheb, please make an effort to maintain a semblance of unity between the two wings. I said I had not made up my mind about it yet. Even I was unsure of my whereabouts then. I said I would speak my mind as I returned home. Today, I say in no uncertain terms that the knot has been undone for ever. It's time to part our ways.

And if you're entering a secret deal with any superpower and attempting to sabotage our independence, then mark it, Sheikh Mujib would be in the commander's position this time. He would rather die than let our independence slip.

My dear brothers, four lakh of our Bangalees are languishing in West Pakistan. I would put in a request, of course with your approval, my dear colleagues, to the international bodies like the UN or International Court of Justice to institute an enquiry as to the brutal atrocities committed and the colossal massacre perpetrated by the Pakistani army, the truth must be revealed to the international community. I would urge the UN that Bangladesh be granted membership immediately and institute an enquiry.

Dear brothers, if you attempt at any foul play, the consequences would be dire. I know the cycle of conspiracy hasn't ended. Bangalees, beware of conspiracies being hatched against us. Once I gave a clarion call to my people: turn each of your houses into a fortress, didn't I? And fight with whatever you have, didn't I? I said our struggle this time is a struggle for freedom and emancipation. I

said it standing on this ground on 7 March. Today, I urge: be fair and stay united and don't listen to the words of the mischief makers.

Since we have been independent we'll remain independent if Allah wills. The struggle shall continue as long as a single living soul exists in this Bangladesh.

Today, I can't continue my speech any longer. I wish to speak to you again after I get a bit better. Please do forgive me. Pray for me. You will keep me in your prayer. Please put up your hands with me in supplication to Allah for His mercy.

Translated by Dr. Rashid Askari, Vice Chancellor, Islamic University, Kushtia, Bangladesh.

শতবর্ষের প্রতীক্ষা

Waiting for the Centenary

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনার মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে নতুন ইতিহাস

A new History starts with the countdown of Bangabandhu's Birth Centenary Celebration on the Historic Homecoming Day of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

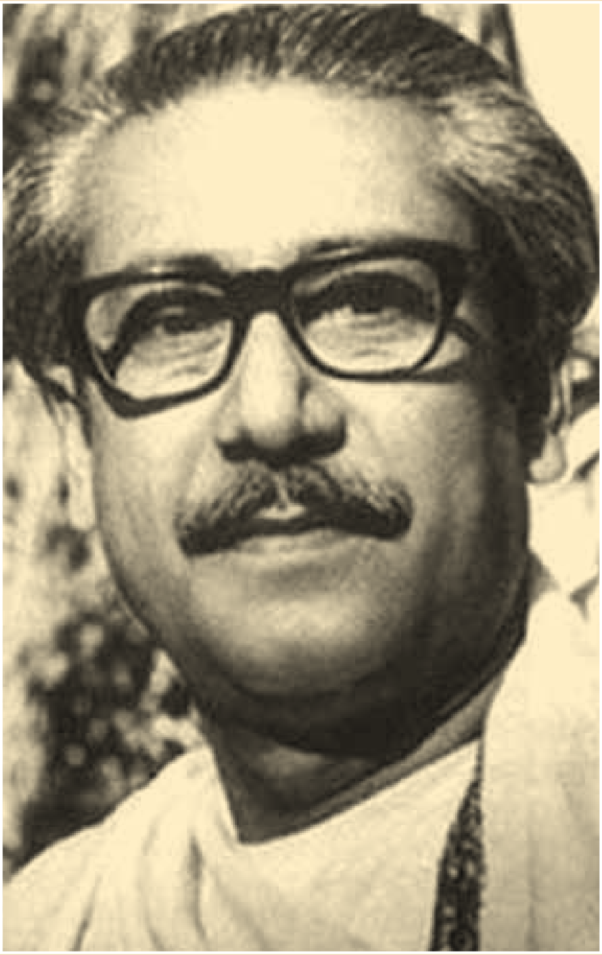

শতবর্ষের প্রতীক্ষা

ক্ষণগণনার স্থান

১৭ই মার্চ ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হবে। আয়োজনের সাথে জনসাধারণকে অধিকতর সম্পৃক্ত করতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর মাহেন্দ্রক্ষণ শুরু হওয়ার পূর্বে ক্ষণগণনার ঐতিহাসিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এই উদ্যোগ বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

এ উদ্দেশ্যে সবার জন্য উন্মুক্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার কিছু স্থানে 'শতবর্ষের প্রতীক্ষা' শীর্ষক আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে, যার অংশ হিসেবে থাকছে একটি করে ক্ষণগণনার ডিজিটাল ঘড়ি স্থাপন, একটি এলইডি স্ক্রিনে বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও ইতিহাস সম্পর্কিত বিভিন্ন অডিও-ভিজ্যুয়াল

পরিবেশনা এবং একটি কিউআর কোডের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে জন্মশতবার্ষিকীর শুভেচ্ছা ও বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সুযোগ।

The year-long Mujib Year from 17 March 2020 celebration will be commenced by the 'countdown'. With a view to involving people from all walks of life with the celebration, the initiative of 'countdown'to this auspicious occation has been taken up. Open-air 'countdown' celebration with a title 'Waiting for the Centenary' shall add momentum to the celebration to pay tribute to the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. In this regard, a digital clock, an LED screen displaying legacy of Bangabandhu and a QR code linking to it have been set in a number of places styled 'countdown' to the centenary.

00:59:44
কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর
কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর

DAYS
24
HOURS
MINS
50
SEC
কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর

DAYS
24
HOURS
MINS
SEC

DAYS
24
PALACE

শতবর্ষের
প্রতীক্ষা
DAYS
24
HOURS
MINS
SEC
00
50
24
কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর

ডিজিটাল ক্ষণগণনার স্থান

এলাকা	অবস্থান
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	উত্তরা
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	হাতিরঝিল
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা
গাজিপুর	চৌরাস্তা
গাজিপুর	রাজবাড়ি ফিল্ড
গাজিপুর	টঙ্গি বাজার
বরিশাল	নগর ভবন
কুমিল্লা	টাউন হল
কুমিল্লা	আলেখের চর
খুলনা	হাদিস পার্ক
খুলনা	দৌলতপুর
চট্টগ্রাম	আন্দরকিল্লা
চট্টগ্রাম	সার্কিট হাউস
চট্টগ্রাম	শাহ আমানত
চট্টগ্রাম	ডিসি অফিস
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	ধানমন্ডি কলাবাগান মাঠ
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	শাহ্‌বাগ
নারায়ণগঞ্জ	রাসেল পার্ক
নারায়ণগঞ্জ	চাষাঢ়া
নারায়ণগঞ্জ	ডিসি অফিস
রাজশাহী	সাহেব বাজার
রাজশাহী	নগর ভবন
রংপুর	টাউন হল
সিলেট	টিলাঘর
সিলেট	হুমায়ুন রশিদ চত্বর
ময়মনসিংহ	নজরুল চত্বর

ডিজিটাল ক্ষণগণনার স্থান

জেলা	জেলা	জেলা
ফেনী	মেহেরপুর	জামালপুর
খাগড়াছড়ি	যশোর	নেত্রকোণা
রাঙ্গামাটি	সাতক্ষীরা	সিরাজগঞ্জ
বান্দরবান	মুজিবনগর	পাবনা
কক্সবাজার	রাজবাড়ী	কুষ্টিয়া
ভোলা	ফরিদপুর	নাটোর
লক্ষ্মীপুর	মাদারীপুর	নওগাঁ
নোয়াখালী	গোপালগঞ্জ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ
চাঁদপুর	টঙ্গিপাড়া	জয়পুরহাট
শরীয়তপুর	নড়াইল	বগুড়া
মুন্সিগঞ্জ	নরসিংদী	গাইবান্ধা
বাগেরহাট	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কুড়িগ্রাম
পিরোজপুর	হবিগঞ্জ	লালমনিরহাট
ঝালকাঠি	মৌলভীবাজার	নীলফামারী
পটুয়াখালী	সুনামগঞ্জ	দিনাজপুর
বরগুনা	কিশোরগঞ্জ	ঠাকুরগাঁও
মাগুরা	মানিকগঞ্জ	পঞ্চগড়
ঝিনাইদহ	টাঙ্গাইল	
চুয়াডাঙ্গা	শেরপুর	

১০ই জানুয়ারি ২০২০
জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠানক্রম	
৩:০০	অতিথিদের আগমন
৪:৩০	বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমন
৪:৩৫	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রতীকী বিমান অবতরণ (ব্যবস্থাপনায় সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ)
৪:৪৫	বিমান থেকে আলোক প্রক্ষেপণ ও তোপধ্বনি
৪:৫০	প্রতীকী অভ্যর্থনা ও গার্ড অব অনার
৫:০০	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা উদ্বোধন এবং লোগো উন্মোচন

10 January 2020
Countdown Programme of Birth Centenary & Mujib Year

PROGRAM SCHEDULE	
3:00pm	Arrival of the Guests
4:30pm	Arrival of daughter of Bangabandhu Honorable Prime Minister Sheikh Hasina
4:35pm	Symbolic Aircraft landing of the homecoming of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (Coordinated by AFD)
4:45pm	Projection of light from the Aircraft and Gun salute
4:50pm	Symbolic reception and Guard of Honour
5:00pm	Speech by the Honourable Prime Minister Sheikh Hasina Inauguration of the Mujib Year Countdown and Unveiling of the Logo

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি
National Implementation Committee for the Celebration of the Birth Centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

সৌজন্যে: বহিঃপ্রচার অনুবিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় । *Courtesy*: External Publicity Wing, Ministry of Foreign Affairs